মুখবন্ধ

বিংশ শতাব্দীর সমাজতত্ত্বচর্চার অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নারীসমস্যা নিয়ে আলোচনা ও নারীমুক্তি বিষয়ে ভাবনাচিন্তার ব্যাপক প্রসার। আমিও ব্যক্তিগতভাবে বহুদিন আগেই এবিষয়ে সবিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠি। জীবনী ও আত্মজীবনী পাঠে আমার দীর্ঘকালীন সাধারণ আগ্রহ এবিষয়ে আমাকে অধিকতর সাহায্য করে। ফলে নারীরচিত আত্মকথার এক স্বতন্ত্র মূল্য সম্বন্ধেও সচেতন হতে থাকি। অতঃপর যখন নিয়মমাফিক গবেষণা করার কথা চিন্তা করি তখন আমার এই প্রিয় বিষয়টিকেই নির্বাচন করে গ্রহণ করি।

এই গবেষণাকার্য চালাবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আমাকে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিভাগে একবছরের জন্য ফেলোশিপ প্রদান করেন। এজন্য আমি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ও খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবী ডঃ অশ্রুকুমার সিকদারের তত্ত্বাবধানে এই গবেষণাকার্য সম্পন্ন হয়। ডঃ সিকদারের সতর্ক নির্দেশনা ও সহৃদয় উৎসাহ আমাকে গবেষণাকার্যে অগ্রসর হতে সর্বদা সাহায্য করেছে। তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

গবেষণাকার্যের উপাদান ও তথ্যসংগ্রহের জন্য আমি বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সাহায্য গ্রহণ করি। গ্রন্থাগারকর্মীগণ সর্বত্র আমার সঙ্গে অকৃপণ সহযোগিতা করেন। এই প্রসঙ্গে কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশন গ্রন্থাগার ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গ্রন্থাগার, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ গ্রন্থাগার, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, শিলিগুড়ি কলেজ গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ শিলিগুড়ি শাখা গ্রন্থাগার ও শিলিগুড়ি অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগার— ইত্যাদি গ্রন্থাগার কর্মীবৃন্দের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ গ্রন্থাগারের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক নির্মলচন্দ্র চৌধুরীর কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণ করি। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের শ্রীযুক্ত মফি আমেদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সংগ্রহ করে দিয়ে আমাকে চিরঋণী করেছেন। তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

এছাড়া শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি প্রয়াত লেখক আশাপূর্ণা দেবী ও নাট্যশিল্পী সরযূবালা দেবীর কথা। আমি এঁদের অপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও সরাসরি এঁদের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করি এবং অসামান্য স্নেহ সৌজন্যে এঁরা আমাকে দীর্ঘক্ষণ সাক্ষাৎকার দেন, বার্ধক্যজনিত অসুস্থতা সত্ত্বেও। ফলে সেকালের মেয়েদের জীবন, সাহিত্যচর্চা, নাট্যচর্চা ইত্যাদি বিষয়ে বহু মূল্যবান তথ্য আমি জানতে পারি। বঙ্গদেশে নারীভাবনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা জ্যোতির্ময়ী দেবীর কন্যা অশোকাগুপ্ত অত্যন্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও আন্তরিকতার সঙ্গে বহুক্ষণ ধরে তাঁর মায়ের সম্বন্ধে বহু মূল্যবান জ্ঞাতব্য তথ্য জানান। এঁদের তিনজনের

কাছে আমি অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ। প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায় বহু বিষয়ে আমার অস্বচ্ছ ধারণাকে স্বচ্ছ করে দিয়েছেন। তাঁর ঋণও সশ্রদ্ধভাবে স্মরণ করি।

গবেষণাকার্যে এছাড়া নানাভাবে সাহায্য করেছেন ডঃ রত্নাবলী ও তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক অনন্তকুমার মিত্র ও কৃষ্ণা রায়চৌধুরী, ডঃ নিবেদিতা ও শ্যামল চক্রবর্তী। এঁরা আমার বন্ধু, তাই বন্ধুঋণ স্বীকার করছি। চিত্রভানু সেন ও রেণুকা সেন-এর কাছে প্রাপ্ত সহায়তাও এই প্রসঙ্গে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। আমার কলেজের ইতিহাস বিভাগের সহকর্মীবৃন্দ সর্বথা আমার গবেষণা কার্যে উৎসাহ দান করেছেন।

উপাদান সংগ্রহের কাজে উৎসাহের সঙ্গে সাহায্য করেছে মৌসুমী ভৌমিক, চন্দন ভট্টাচার্য, জয়শ্রী পালচৌধুরী ও ডাঃ অনিতা মজুমদার। সাগরশঙ্কর, ভারতী, মৌসুমী ও সমীক্ষণ সেনগুপ্ত নানাভাবে সহায়তা দান করেছে। বৃহৎ পরিবারের মুখ্য দায়িত্বপালক রামকৃষ্ণ সেনগুপ্তের নিরন্তর উৎসাহদান বহু বাধাবিঘ্নের মধ্যেও গবেষণার গতিকে অব্যাহত রাখতে আমাকে সাহায্য করেছে। শ্রীমান অর্কপ্রভ ও তপোস্মিত সেনগুপ্ত মায়ের কার্যের অগ্রগতি সম্বন্ধে নিরন্তর কৌতূহল প্রকাশ করে গবেষণাকে ত্বরান্বিত করেছে। আমার স্বামী ডঃ নির্মলানন্দ সেনগুপ্ত প্রতি পদে সাহায্য ও উৎসাহদান করে এই গবেষণাকে অবশেষে শেষ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব করে তুলেছেন।

সবশেষে, আমার গবেষণা সম্বন্ধে ঐকান্তিক আগ্রহী ও আমার দেখা তিন শ্রেষ্ঠ নারীমুক্তিবাদী মানুষ— আমার পিতা, মাতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে শুধু অশ্রুজলে স্মরণ করছি।

যত্নসহকারে পাণ্ডুলিপি কম্প্যুটার লেসারসেট্ করে দিয়েছে শুভাশিস কুণ্ডু, দেবব্রত বিশ্বাস, দীপায়ন সরকার, দিগন্ত সেন ও দেবাশিস দাস। এরা সকলেই আমার স্নেহভাজন।

গীতশ্রীবন্দনা সেনগুপ্ত

(গীতশ্রীবন্দনা সেনগুপ্ত)

ইতিহাস বিভাগ
শিলিগুড়ি কলেজ
শিলিগুড়ি
পিন ঃ ৭৩৪ ৪০১